যায়যায়দিন

তারিখ ... 29 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

'মাদ্রাসা শিক্ষা বৃটিশ শাসকরা চালু করে দোয়া-কালাম পড়ানোর জন্য'

যায়যায়দি রিপোর্ট

সাফল্য গাথা

বৃটিশ শাসকরা ১৯৮১ সালে এ দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম চালু করেছিল মাওলানাদের দোয়া-কালাম পড়ানো ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার জন্য। মাদ্রাসা শিক্ষিতরা যাতে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে না পারে তার জন্য এ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরা দেশের সব আন্দোলন সংগ্রামে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসার কৃতী ছাত্র সংবর্ধনা ও আলিম প্রথম বর্ষের সবক অনুষ্ঠানে গতকাল শনিবার ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবু নাসের মোহাম্মদ আবদুজ জাহের প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মাদ্রাসা প্রিন্সিপাল মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনা করেন মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভিসি ড. এম উমার আলী, চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী ইউনিভার্সিটির ভিসি ড. আবু জাফর মোহাম্মদ রফিক ও ঢাকার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মাকসুদুর রহমান। সবক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাইফুল্লাহ আল মামুন ও রায়হান ফেরদৌস।

প্রধান অতিথি বলেন, কোরআন হাদিসের শিক্ষার আলোকে পাণ্ডিত্য অর্জন করে বর্তমান আধুনিক বিশ্বের সমস্যার সমাধানে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসতে হবে। দেশে সৎ ও আদর্শবান রাজনীতিকের যে শূন্যতা চলছে তা পূরণে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবু নাসের মোহাম্মদ আবদুজ জাহের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, মাদ্রাসায় পড়লে বর্তমান যুগে পিছিয়ে পড়তে হবে, এ ধারণা একেবারেই ভুল। তিনি বলেন, যারা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে তারা দুনিয়া ও আখেরাতের শিক্ষা অর্জন করে। তিনি বর্তমান সময়ের উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের নিজেকে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভিসি ড. এম উমার আলী বলেন, দেশে এখন সৎ ও আদর্শবান রাজনৈতিক নেতার চরম আকাল চলছে। তিনি শিক্ষার্থীদের সৎ ও নিষ্ঠাবান নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার আহ্বান জানান।